সফল ও সুখী হোন

জীবন হোক সফল। হোক সুখের রঙে রঙিন। ইতিহাসে সফল সুখী জীবনের উজ্জ্বল উদাহরণ হযরত মুহাম্মদ (স) তিনি একাধারে সফল ধর্মবেত্তা, সেনানায়ক, আইন প্রণেতা, বিচারক, রাষ্ট্রনায়ক, সমাজ সংস্কারক এবং মানবাধিকারের সার্থক রূপকার। আবার সহযোদ্ধা স্বামী পিতা পিতামহ আত্মীয় হিসেবেও তিনি অতুলনীয়। ইতিহাসের বাঁকবদল ও নতুন সভ্যতার রচয়িতার সারিতেও তার অবদান সবার ওপরে।

জীবনে সুখী হওয়ার সহজ পথ সফল মানুষের জীবনাচার অনুসরণ। হাদীস তার জীবনাচারেরই প্রতিফলন। হাদীস অনুধাবন ও অনুসরণ আপনাকে দেবে সুস্থ জীবনাচার। করবে সফল ও সুখী। দুনিয়া ও আখেরাতে সম্মানিত হবেন।

হাদীস হোক আপনার নিত্যদিনের সঙ্গী।

আল্লাহ্ তোমার চেহারা বা ধনসম্পত্তির
দিকে তাকাবেন না,
তিনি দেখবেন তোমার অন্তর
আর হিসাব নেবেন তোমার কর্মের।

–আবু হুরায়রা (রা); মুসলিম, ইবনে মাজাহ

ধর্মপালনকে মানুষের জন্যে সহজ করো।
একে মানুষের জন্যে কঠিন কোরো না।
তাদের সুসংবাদ দাও।
ভীতসন্ত্রস্ত করে ধর্ম থেকে
তাদের দূরে সরে যাওয়ার কারণ হয়ো না।

–আনাস ইবনে মালেক (রা); বোখারী

মনোলোভা ভোগ্যপণ্যের আড়ালেই
অপেক্ষা করছে নরক বা জাহান্নাম।
আর কষ্ট, ধৈর্য ও সংগ্রামের পেছনে
অপেক্ষা করছে স্বর্গ বা জান্নাত।

–আনাস (রা), আবু হুরায়রা (রা);
বোখারী, মুসলিম

মানুষের প্রতি যে সমমর্মী নয়,
মানুষের প্রতি যার দয়ামায়া নেই,
আল্লাহ তাকে দয়া করেন না।

–*আবু হুরায়রা (রা);* বোখারী, মুসলিম

বিচারকেরা তিন শ্রেণিভুক্ত—
১. যারা ন্যায়বিচার করে,
জান্নাত হবে তাদের নিবাস।
২. যারা বিচারে অসততা করে,
জাহান্নাম হবে তাদের আবাস।
৩. যারা যেমন ইচ্ছা তেমন বিচার করে,
তাদের গন্তব্যও জাহান্নাম।

—বুরাইদাহ ইবনে আল হাসিব (রা);
আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ

সকল সৃষ্টি আল্লাহর পরিবার।
আল্লাহর পরিবারের সাথে
ভালো ব্যবহারকারী
আল্লাহর সবচেয়ে প্রিয়।

–আনাস ইবনে মালেক (রা);
আবু ইয়ালা, বায়হাকি

তোমরা সঙ্ঘবদ্ধ থাকো।
সঙ্ঘের সাথে আল্লাহর রহমত থাকে।
যে সঙ্ঘ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়,
সে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হয়।

–আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা); তিরমিজী

জ্ঞান অর্জন করা
প্রত্যেক বিশ্বাসী
নরনারীর জন্যে ফরজ।

–আনাস ইবনে মালেক (রা);
নাসাঈ, মেশকাত

বিশ্বাসী ছাড়া কেউ
জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।
তোমরা সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে
পরস্পরকে ভালো না বাসলে
কখনো বিশ্বাসী হতে পারবে না।
আর পরস্পরকে ভালবাসতে হলে
পরস্পর সালাম দেয়ার
রেওয়াজ চালু করো।

–আবু হুরায়রা (রা); মুসলিম, মুফরাদ

যখন কোনো বিশ্বাসী
অপর বিশ্বাসী ভাইয়ের জন্যে
তার অনুপস্থিতিতে দোয়া করে,
তখন তা কবুল হয়।
সে যখনই অন্যের জন্যে দোয়া করে
তখন সেখানে উপস্থিত ফেরেশতা
তার সাথে 'আমিন' বলে এবং বলে,
'তোমারও এরকম কল্যাণ হোক'।

–আবু দারদা (রা); মুসলিম